জনস্বাস্থ্যের জন্য নগর পরিকল্পনা

আদিল মুহাম্মদ খান[1]

নগর পরিকল্পনা ও জনস্বাস্থ্য একে অপরের সাথে ঐতিহাসিকভাবে সম্পর্কিত। নগর পরিকল্পনার আধুনিক ধারার উদ্ভব হয়েছিলো অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে অধিক শিল্পায়নের ফলে শহুরে জনসংখ্যার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি, অবাসযোগ্য বসতি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ফলে সৃষ্ট মহামারী ও স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় এর কারণে। নগর এলাকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং সংক্রামক রোগের বিস্তার হ্রাস করা এবং বাসযোগ্য স্বাস্থ্যকর জনবসতি গড়বার লক্ষ্যে নগর পরিকল্পনা এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রগুলি পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল তখন। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে নগর পরিকল্পনা ও জনস্বাস্থ্যের যে সংযোগ ছিলো সেটা ক্রমাগত আলগা হতে থাকে এবং নগর পরিকল্পনা ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন এর দিকে প্রধানতঃ মনোনিবেশ করে।

সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক মহামারী হিসেবে করোনা'র ব্যাপক বিস্তারের ফলে জনস্বাস্থ্যের সাথে নগর পরিকল্পনা ও আমাদের নির্মিত পরিবেশের সম্পর্ককে পুনরায় আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। এই প্রেক্ষিতে **'জনস্বাস্থ্যের জন্য নগর পরিকল্পনা'** – এই প্রতিপাদ্য'কে সামনে রেখে দেশের নগর, অঞ্চল ও গ্রামীণ পরিকল্পনাবিদ'দের জাতীয় পেশাজীবি প্রতিষ্ঠান- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) ৮ই নভেম্বর পালন করেছে বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস।

প্রকৃতপক্ষে জনস্বাস্থ্য কেবল স্বাস্থ্যগত ধারণা কিংবা শুধুমাত্র স্বাস্থ্য অবকাঠামোর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় নয়, তার সাথে আমাদের শহরের সার্বিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার সরাসরি সংযোগ রয়েছে। পরিবেশ ও প্রতিবেশ'কে গুরুত্ব দিয়ে সকলের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক জনবসতি ও নগর গড়বার মাধ্যমে যে জনস্বাস্থ্যকে সর্বোচ্চ সুরক্ষা দেয়া সম্ভব, তা ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে। ইতিমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের নগর, জনবসতি ও আবাসন বিষয়ক সংস্থা ইউএন-হ্যাবিটেট যৌথভাবে 'নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যভাবনার সমন্বয়' শীর্ষক কৌশলপত্র সম্বলিত বই প্রকাশ করেছে যা বিশ্বব্যাপী নগর পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা পেশাজীবি, নীতি-নির্ধারকসহ সাধারণ মানুষের কাছে জনস্বাস্থ্য'কে সামনে রেখে শহর ও জনবসতি বিনির্মাণের বিষয়টি সবার সামনে নিয়ে এসেছে।

[1] সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি), ই-মেইলঃ adilmdkhan@gmail.com;

বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে অন্যতম জনবহুল ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ; একইসাথে আমরা এখন মধ্য আয়ের দেশে উত্তীর্ণ হবার যাত্রাপথে আছি। দ্রুত নগরায়ণের ফলে নগর এলাকায় যানজট, জলাবদ্ধতা, পরিবেশ দূষণ যথা বায়ু, পানি, শিল্প ও শব্দ দূষণ, বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা, সবুজায়ন হ্রাস পাওয়া, প্রাকৃতিক জলাধার এর দখল-দূষণ এবং নগর এলাকার তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সংক্রামক-অসংক্রামক সকল ধরনের রোগ দিনে দিনে বাড়ছে এবং এর পাশাপাশি নগর জীবনের চাপ, উদ্বেগ প্রভৃতির সামষ্টিক প্রভাবের ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক – উভয় ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বাস্তবতায় আগামী দিনের বাংলাদেশে বাসযোগ্য নগর ও জনবসতি গড়ে তুলবার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আমাদের নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা'কে সাজানো প্রয়োজন।

কালের আবর্তে উন্নয়নের নেশায় মানুষের বেড়ে উঠবার জন্য মৌলিক যেসব অতি আবশ্যকীয় অনুষংগ'কে আমাদের নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় অপ্রয়োজনীয় ও অপাংক্তেয় বিবেচনা করে আমরা পরিত্যাগ করেছি, আমাদের নগর পরিকল্পনায় সেসব মৌলিক বিষয়ের উপর দৃষ্টি ফেরানো দরকার। কোভিড মহামারী আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সূর্যের আলো ও বাড়ির ভেতরে বায়ু চলাচলের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। অথচ উন্নত বসতি ও স্বাস্থ্যকর বসবাসের যে স্বপ্ন নিয়ে নগর গড়ে উঠবার কথা ছিল, নগর এলাকার আবাসিক ভবনে আমরা সূর্যের আলো ও বায়ুপ্রবাহের পথ রুদ্ধ করে দিয়ে, ভবনের পাশে পর্যাপ্ত জায়গা না ছেড়ে দিয়ে অতি ঘনভাবে যেভাবে একের পর এক বসতি গড়ে তুলেছি, সেখানে স্বাস্থ্যকর বসবাস প্রায় অসম্ভব। নিম্ন আয়শ্রেণীর মানুষের বসতি থেকে মধ্য কিংবা উচ্চ আয়শ্রেণীর মানুষের বসতবাড়ি- কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের শহরগুলোর সকল এলাকার আবাসিক কিংবা অনাবাসিক – সব ধরনের ভবনের ভেতর এখন অন্ধকারের বসতি। প্রকৃতির স্নিগ্ধ বাতাসের পরশ গায়ে না মেখে আর সূর্যের রোদমাখা আলোর ছোঁয়াহীন কৃত্রিম আলোয় বেড়ে উঠা শিশু-কিশোরেরা কিভাবে স্বাস্থ্যকর জীবন পাবে আর চিন্তাশীল ও মানবিক বোধে বেড়ে উঠবে সে চিন্তা আমরা করিনি। আমাদের নগর এলাকায় আইন-শৃংখলার অবনতি আর অপরাধের মাত্রা যে দিন দিন বাড়ছে - তার পেছনে আমাদের নগরের নির্মিত পরিবেশ আর জড় পরিকল্পনার দায় ও কম নয়।

আমাদের বিদ্যমান ইমারত নির্মাণ বিধিমালায় সুউচ্চ ভবন নির্মাণ করবার পথ বাতলে দেয়া আছে, কিন্তু ভবনের ভিতর আলো-বাতাস প্রবেশে নিশ্চিত করবার পর্যাপ্ত বিধি-বিধান তৈরী করা হয়নি। নতুন করে নির্মিত উঁচু ইমারত আশেপাশের বিদ্যমান ভবনসমূহের রোদ বাতাস প্রবেশে বাধা প্রদান করবে কিনা সে ব্যাপারে সুরক্ষা পাবার কোন অধিকার নাগরিকদের দেয়া হয়নি; উন্নত অনেক দেশের নগর পরিকল্পনায় সে অধিকারগুলোর অনুশীলনের সুযোগ আছে। 'সূর্যের

আলোর উপর অধিকার' অনেক দেশে আইনগতভাবে স্বীকৃত, ইমারত নির্মাণের সময় নির্মিত ইমারত পাশের ভবন ও আশেপাশের এলাকার উপর কেমন ছায়ার বিস্তার ঘটাবে এবং পরিবেশের উপর ইমারতের প্রভাব কেমন হবে তার উপর ভবনের অনুমোদনপত্র নির্ভর করে; এমনকি প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও অনাপত্তি নিতে হয় অনেক দেশে। অথচ ব্যক্তিগত মুনাফা বাড়ানোর লোভে ভবনের অভ্যন্তরে বর্গফুট বাড়ানোর ক্রমাগত চেষ্টা করে গিয়েছি আমরা। এভাবেই আমাদের আবাসিক ভবনগুলোতে সূর্যের আলো, বাতাস প্রবেশের পথ সকল পথ আমরা রুদ্ধ করে রেখেছি। আর এখন করোনার সময় আমরা শিক্ষা পেয়েছি আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে সূর্যের আলো প্রয়োজন, রোগ-জীবাণূ থেকে বাঁচতে ঘরের ভেতরে বায়ূ প্রবাহের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ভবনের গায়ে গায়ে ঘেষে সারি সারি ইমারতের মাধ্যমে যে শহর আমরা বানিয়েছি, সে শহরের শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের কথা আমরা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। প্রকৃতির স্নিগ্ধ বাতাসের পরশ গায়ে না মেখে আর সূর্যের রোদমাখা আলোর ছোঁয়াহীন কৃত্রিম আলোয় বেড়ে উঠা শিশু-কিশোরেরা কিভাবে স্বাস্থ্যকর জীবন পাবে আর চিন্তাশীল ও মানবিক বোধে বেড়ে উঠবে সে চিন্তা আমরা করিনি। এই বাস্তবতায় শিশু থেকে বৃদ্ধ, সকল বয়সের মানুষের সুস্থভাবে বসবাসের জন্য ভবনের ভেতর সূর্যের আলো ও বাতাসের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা দরকার। ভবনসমূহের ভেতর সূর্যের আলো, বায়ু প্রবাহের ব্যবস্থা করতে ইমারত সংশ্লিষ্ট আইন-বিধিবিধান ও নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন করবার উদ্যোগ নেয়া জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করবার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের নগরের আবাসনকে কেবল থাকবার জায়গা হিসেবেই ধরে নিয়েছি। আবাসন মানে বসবাসের জায়গা, পড়বার জন্য সুন্দর স্কুল, বিকেলে খেলবার জন্য সুন্দর খেলার মাঠ, একসাথে গল্প ভাগাভাগি করবার জন্য কমিউনিটি সেন্টার, পায়ে হেঁটে পাড়া মহল্লাকে অনুভব করবার জন্য সুন্দর পায়ে হাঁটবার পথ – এই সবমিলেই হয় যে আমাদের বসতি; তা আমরা বিস্মৃত হয়েছি। এই মানববসতি তৈরি করবার পরিকল্পনা ভুলে আমরা যখন শুধুমাত্র ইটের পরে ইট গেঁথে শুধু ভেতরে মানুষের সংকুলান করবার চেষ্টা করেছি, তখনই মানবিক শহর ও জনবসতি গড়বার লক্ষ্য থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গিয়েছি।

আধুনিক নগর পরিকল্পনায় খেলার মাঠ-পার্ক-উদ্যান-জলাশয়'কে বলা হয় স্বাস্থ্য অবকাঠামো। অথচ আমাদের শহরগুলোতে এইসব নাগরিক সুবিধাদির বড়ই অভাব। আর অল্প বিস্তর যেসব খেলার মাঠ কিংবা জলাশয় আছে, সেগুলো বেশিরভাগ জায়গায় দখল-দূষণের শিকার এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেখানে সাধারণ জনগণের প্রবেশাধিকার সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মধ্যে যারা ইতিমধ্যে জীবনের অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছেন, তাদের শৈশবের স্মৃতির অনেকটাই

জুড়ে আছে পাড়া-মহল্লা কিংবা স্কুলের মাঠে বন্ধু বা সহপাঠীর সাথে সবুজ ঘাস কিংবা ধূলা-কাদা-বর্ষায় মাখামাখি করা অজস্র স্মৃতি। আমাদের শহরের নীতিনির্ধারকেরা আর ব্যবস্থাপকদের অনেকেই মনে করেন- এইসব খেলার মাঠ, গণপরিসর, উদ্যান, জলাশয় শহরের জন্য বিলাসিতা; নগর শুধু উন্নয়ন আর প্রবৃদ্ধির চাকা ঘুরানোর প্রাণহীন মেশিন কেবল। তাদের অনেকেরই ধারণায় শহরে শুধু ফ্লাই-ওভার, মেট্রো কিংবা পাতাল রেল করলেই শহর আধুনিক হয়ে যায়। সময় এসেছে নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার অবকাঠামোকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের মাধ্যমে মানবিক শহর বিনির্মাণের।

নগর এলাকায় বড় বড় হাসপাতাল-ক্লিনিক বানিয়েই কেবল মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যায় না। হাঁটা দূরত্বে পার্ক, উদ্যান কিংবা খেলার মাঠ থাকলে এলাকার মানুষেরা সেসব সুবিধা ব্যবহার করতে পারেন সহজেই আর আমাদের শরীর-মন ভাল থাকে। আর নীরোগ মানুষের পেছনে রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ব্যয় ও কমে যায়। আমাদের নগর পরিকল্পনায় সকল শ্রেণী-পেশা-বয়সের মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে এলাকাভিত্তিক খেলার মাঠ, পার্ক, জলাশয়, উদ্যানের ব্যবস্থা এবং সেখানে সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবী।

আবার স্বাস্থ্য বলতে আমরা অনেক সময় শুধু শারীরিক স্বাস্থ্য বুঝি, কিন্তু শহরের মানুষের মনের গভীর তলের খবর কজন রাখেন। এই শহরের পাশের ফ্ল্যাটের অচেনা প্রতিবেশী কিংবা পাড়া-মহল্লার অস্তিত্বহীন অনুভব- সবকিছু মিলে এই নগরের সবাই যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বসবাসরত। আমাদের নগর নিয়ে ভাবনার মধ্যে কোথায় যেন এক মারাত্মক ভুল হয়ে গিয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই। আমাদের নগর পরিকল্পনায় তাই এখন প্রয়োজন শিশু-কিশোর-বৃদ্ধ সকলের মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে সামাজিকায়নের সুযোগ বৃদ্ধি করতে গণ-পরিসর, বিনোদন সুবিধাদি, কমিউনিটি সেন্টার তৈরী এবং নিয়মিত সামাজিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করবার মাধ্যমে মানবিক জনবসতি ও সমাজ তৈরী করা; যেখানে মানুষ একে অপরকে অনুভব করবে, পাড়া-মহল্লা আর সমাজের সাথে সকলে একাত্ম হবে। আমাদের নগর পরিকল্পনা ও বিন্যাসে মানবিক স্কেল বা পরিমাপক'কে প্রাধান্য দিয়ে নগর তৈরী করা দরকার যেখানে মানুষের দৃষ্টি, মনন আর হৃদয় জনবসতি আর তার চারিপাশকে অনুভব করতে পারে; এজন্য নগরের প্রতিটি অবকাঠামো আর ভবনের আকার, আয়তন আর নকশা'কে নিয়ে পরিকল্পনা আর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ভাবনারও প্রয়োজন রয়েছে।

আমরা সকলেই জানি, পরিচ্ছন্ন ও সবুজ পরিবেশ আমাদের রোগ বালাই এর হাত থেকে বাঁচায় আর সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে সহায়তা করে। আমাদের বসতবাড়ি'র চারপাশ আর নগরের

সকল এলাকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে পারলে ডেংগু, চিকুনগুনিয়া'সহ অনেক ধরনের রোগের প্রকোপ থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। কঠিন ও পয়ঃ বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করবার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন এলাকা ও পরিবেশ নিশ্চিত করবার মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জনবসতির সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এখন করোনা-উত্তর নগর পরিকল্পনায় অন্যতম গুরুত্বের দাবী রাখে। একইসাথে আমাদের নগর এলাকার সঠিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা তৈরী এবং তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্প এলাকা ও বসত এলাকা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গড়ে তুলতে পারলে শিল্প দূষণ রোধ করবার পাশাপাশি আমাদের বসবাসের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব।

মানসম্মত আবাসন'কে বিবেচনা করা হয় উন্নয়নের প্রধান অনুঘটক আর তাই আমাদের জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সকলের জন্য মানসম্মত ও সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিত করা একান্ত দরকার। নগর এলাকায় বিশাল সংখ্যক মানুষের অস্বাস্থ্যকর বস্তি আর বসতি'কে মানসম্মত ও সাশ্রয়ী আবাসনে রূপান্তর করতে না পারলে সকলের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক নগর উন্নয়ন আর জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা কখনোই সম্ভব হবে না। মহামারীর সময়ে নিম্ন আয়ের বস্তির ভেতর মানুষের বসবাসের প্রয়োজনীয় জায়গা আর শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব কিনা, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজ না করে সকলের জন্য মানসম্মত ও সাশ্রয়ী আবাসন তৈরীর জন্য রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার দিকে দৃষ্টি ফেরানো এখন করোনামহামারির অন্যতম বড় বার্তা হওয়া উচিত। আবাসন'কে শুধুমাত্র বাজার অর্থনীতির উপর ছেড়ে দিয়ে আবাসন সমস্যার সমাধান না খোঁজে রাষ্ট্র কিভাবে মানুষের এই মৌলিক দাবী মেটানার উদ্যোগ ও পন্থা বের করতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের। উপরন্তু যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরী করার পাশাপাশি নগর এলাকায় সবার জন্য সাশ্রয়ী ও অভিগম্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও পদক্ষেপসমূহ অতি জরুরি।

আমাদের মনে রাখা দরকার, নগর কেবল উন্নয়ন আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আহরণের স্থান নয়। নগরের পরিবেশ ও প্রতিবেশের প্রতি লক্ষ্য না রেখে উন্নয়নের নামে যথেচ্ছাচার করবার মাধ্যমে নগর এলাকার পরিকল্পনাগত ভার বহন ক্ষমতার বাইরে গিয়ে নগর উন্নয়ন করলে সেই শহর অবাসযোগ্য হতে বাধ্য। আমাদের নগর এলাকাসমূহের দিকে তাকালেই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ আমরা দেখতে পাই। আমাদের নগর পরিকল্পনায় এখন প্রয়োজন নগর এলাকার বিদ্যমান নাগরিক সেবা ও কমিউনিটি সুবিধাদি, সড়ক ও ড্রেনেজ অবকাঠামো, পার্ক-খেলার মাঠ-জলাশয়-উন্মুক্ত স্থান প্রভৃতির পরিমাণের উপর কাংখিত জনসংখ্যা এবং এলাকাভিত্তিক জনঘনত্ব নির্ধারণ

করার মাধ্যমে নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। অন্যথায় নগর এলাকার ভারবহন ক্ষমতার অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে নাগরিক সুবিধাদি, অবকাঠামো, পরিবেশ, প্রতিবেশ প্রভৃতির উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপের কারণে নগরের বাসযোগ্যতা ও জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে বাধ্য।

আমাদের নগর এলাকার বায়ু বিশ্বের মধ্যে অন্যতম দূষিত যা আমাদের মারাত্মক সব রোগের ও মৃত্যুর কারণ, আমাদের খাল-বিল, নদী-জলাশয়ের পানি দূষিত যার মধ্যে জলজ বাস্তুসংস্থান এখন মৃত; যানজট আর জলজটে আমাদের জীবনযাত্রা প্রায় স্থবির; আমাদের শব্দ দূষণ, দৃষ্টি দূষণ, কঠিন ও পয়ঃ বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা আর শিল্প দূষণ – সব কিছু মিলিয়ে আমাদের নগরে মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এখন মৃতপ্রায়। ফলশ্রুতিতে নগর এলাকায় বায় দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, শিল্প দূষণ সহ সকল প্রকার পরিবেশ দূষণ বন্ধ করবার মাধ্যমে বসবাসযোগ্য পরিবেশ তৈরী করে টেকসই ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জন কররার উদ্দ্যেশ্যে আমাদের নগর উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার সার্বিক দর্শন সাজানো উচিত জনস্বাস্থ্য'কে কেন্দ্র করে।

উপরোক্ত বাস্তবতায় আগামী দিনের বাংলাদেশে বাসযোগ্য নগর ও জনবসতি গড়ে তুলবার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আমাদের নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় নিম্নের বিষয়গুলোর উপর প্রাধিকার দিতে হবে।

- ভবনসমূহের ভেতর সূর্যের আলো, বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করতে ইমারত সংশ্লিষ্ট আইন-বিধিবিধান ও নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন করবার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।
- সকল শ্রেণী-পেশা-বয়সের মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে এলাকাভিত্তিক খেলার মাঠ, পার্‌ক, জলাশয়, উদ্যানের ব্যবস্থা এবং সেখানে সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।
- মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে সামাজিকায়নের সুযোগ বৃদ্ধি করতে গণ-পরিসর, বিনোদন সুবিধাদি, কমিউনিটি সেন্টার তৈরী এবং নিয়মিত সামাজিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করবার মাধ্যমে মানবিক জনবসতি ও সমাজ তৈরী করা।
- কঠিন ও পয়ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্ন এলাকা ও পরিবেশ নিশ্চিত করবার মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জনবসতির সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।
- সকলের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত আবাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা করা।
- নগর এলাকার সঠিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা তৈরী এবং তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্প এলাকা ও বসত এলাকা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গড়ে তোলবার

মাধ্যমে শিল্প দূষণ রোধ করবার পাশাপাশি আমাদের বসবাসের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরী করা।

- যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরী করার পাশাপাশি নগর এলাকায় সবার জন্য সাশ্রয়ী ও অভিগম্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সামাজিক বৈষম্য দূর করা।
- নগর এলাকার বিদ্যমান নাগরিক সেবা ও কমিউনিটি সুবিধাদি, সড়ক ও ড্রেনেজ অবকাঠামো, পার্ক-খেলার মাঠ-জলাশয়-উন্মুক্ত স্থান প্রভৃতির পরিমাণের উপর কাংখিত জনসংখ্যা এবং এলাকাভিত্তিক জনঘনত্ব নির্ধারণ করার মাধ্যমে নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- বায় দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, শিল্প দূষণ সহ সকল প্রকার পরিবেশ দূষণ বন্ধ করবার মাধ্যমে নগর এলাকায় বসবাসযোগ্য পরিবেশ তৈরী করার মাধ্যমে টেকসই ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জন করা।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, সকলের জন্য জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা তথা এসডিজি'র 'টেকসই নগর ও জনবসতি' গড়বার লক্ষ্যে 'টেকসই নগর ও জনবসতি' নিশ্চিত করতে উল্লেখিত করণীয়সমূহ বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। আমাদের উন্নয়ন দর্শনে জনস্বাস্থ্য ও জনস্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টির প্রয়োজনীয় গুরুত্ব প্রদানের বার্তা কোভিড মহামারীর বড় অবদান। এই শিক্ষাকে সামনে রেখে সকলের জন্য জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনাগত কৌশল ও পন্থায় আমাদের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। পরিবেশ, প্রতিবেশ'কে সমুন্নত রেখে মানবিক ও অন্তর্ভূক্তিমূলক শহর বিনির্মাণই পারে নাগরিকদের জনস্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ সুরক্ষা দিতে – আমাদের আগামী দিনের নগর পরিকল্পনার গতিপথ সেদিকেই হওয়া উচিত।